কবি রজনীকান্ত সেনের হাসির গান

রাণা চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের থেকে মাত্র চার বছরের কনিষ্ঠ ছিলেন কান্ত কবি রজনীকান্ত সেন। অর্থাৎ তিনি জন্মেছিলেন ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে জুলাই। এবছর তাঁর ১৫১তম জন্ম দিন। তিনি অবিভক্ত বাংলাদেশের উত্তরের পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙাবাড়ি গ্রামে বর্ধিষ্ণু বৈদ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্তমান লেখক ২০১০ সালে এই ভাঙাবাড়ি গ্রাম অধুনা শহরে রূপান্তরিত স্থানটি দেখেছেন এবং তথায় স্বাদিষ্ট চমচম খেয়েছেন। তখন মনে পড়েনি এই স্থানেই কান্তকবি জন্মে ছিলেন এবং বড়ো হয়েছেন। আমার পরিচিত এক বন্ধুর স্ত্রী ছিলেন কান্ত কবির পৌত্রী, তিনিও তাঁর পিতামহের মতো দূরারোগ্য ক্যানসারে কয়েকবছর পূর্বে মারা গেছেন। আমার বিশেষ কৌতুহল ছিল রজনীকান্ত সেন সম্পর্কে। তিনি মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে মারা যান। মৃত্যুর আগে তাঁর একমাত্র বাসনা ছিল রবীন্দ্রনাথ যদি অনুগ্রহ করে এসে তাঁর চরণধূলি দিয়ে যান, তিনি পরম নিশ্চিন্তে মারা যাবেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশা পূরণ করেছিলেন এবং মৃত্যুর পর অসাধারণ একটি স্মরণীয় গদ্য লিখেছিলেন। গুরুপ্রসাদ ও মনোমোহিনীর তৃতীয় সন্তান ছিলেন রজনীকান্ত। তিনি বোয়ালিয়া স্কুলে পড়াশুনা করে ১৮৮২ সালে এন্ট্রেন্স পাশ করেন। ইংরাজি প্রবন্ধ লিখে প্রথ ম হন এবং প্রমথনাথবৃত্তি লাভ করেন। ঢাকা মানিকগঞ্জ নিবাসী তারকনাথ সেনের কন্যা হিরন্ময়ী দেবীর সঙ্গে পরিণয় হয়। এরপর বি.এল পড়েন এবং ওকালতি পাশ করেন, কিন্তু কখনোই ওকালতি ব্যবসা গ্রহণ করেননি। তিনি বলতেন- টাকা-পয়সা হলেও সর্বক্ষণ মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করতে হবে তাই উকিল হব না। বরং কাব্য ও সংগীতকেই তার জীবনের প্রধান আশ্রয় তৈরি করে নেন। তিনি কিশোর বয়স থেকেই গান রচনা করে সুর দিতেন। এক নাগাড়ে পাঁচ ঘন্টাও গান গেয়ে যেতে পারতেন। তাঁর পরবর্তী সময়ে এই রকম গান পাগল মানুষ ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। প্রথম জন গলায় ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যান। দ্বিতীয়জনও চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়স থেকে নির্বাক হয়ে যান। যদিও এই ভাবে পঁচিশ বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু বাঙালির কোনো লাভই হয়নি।

কান্তকবির অসাধারণ প্রেম ও পূজার গানের কথা আমরা জানি। সে সব নিয়ে অনেক লেখাই হয়েছে। আজো নিয়মিত রেডিও বা টিভিতে রজনীকান্তের গান হয় যা শ্রোতাদের মনকে শান্ত ও নির্মল করে। কিন্তু আমি রজনীকান্তর অন্য এক অনালোচিত দিক দিয়ে আলোচনা করবো। যা সম্ভবত খুব বেশি পাঠক বা শ্রোতার জানা নেই। কান্ত কবি ছাত্রজীবন থেকেই হাস্যরস সম্পৃক্ত ব্যঙ্গ রচনা লিখেছেন যে গুলিতে উনি সুর দিয়ে পরিবেশন করতেন। এক সময় ছাত্র জীবনে শিক্ষকদের নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করতেন তাও আবার

সংস্কৃতে। কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে ১৯০২ সালে রাজশাহীতে পরিচিত হন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রেরণায় হাসির গান লিখতে উদ্বুদ্ধ হলেন। তাঁর প্রথম হাসির প্যারোডি ছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আমরা ও তোমরা উল্টে তোমরা ও আমরা নাম দিয়ে উত্তর। তিনি অনেক হাসির গান লিখেছেন, আমরা কিছু কিছু পাঠকের জন্য তুলে ধরছি। কিছু কিছু তো প্রায় প্রবাদ বাক্য সমতুল যেমন-

'তোমার মায়াকান্নায় কিছু আসে যায় না আমার
আমি বেশ বুঝেছি তুমি ভদ্রবেশী চামার।'

কিংবা 'পরিণাম' যা বাউল সুর ও খেমটায় গেয়ে ছিলেন-

'যা হয়েছে হচ্ছে যা আর যা হবে সব জানিয়ে
আমার প্রাণের মাঝে তোর কথা নিয়ে,
হচ্ছে কানা কানিরে।।
যেমন করে হোক
আনব টাকা লুটবো মজা, এই ছিল তোর রোগ
তা সিঁদ দিয়ে কি পকেট কেটে, করে জানা জানিরে,
বাড়বে কিসে আয়।
খসড়া- পাকা জমা খরচ হিসেব সেরেস্তায়।'

'জেনে রাখ' গানটি মিশ্র বিভাস-কাওয়ালির সুরে গেয়েছেন-

'মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে পুরো পাঁচ হাত লম্বা;
সাধু সেই যে পরের টাকা নিয়ে দেখায় রম্ভা।
ধার্মিক বটে সেই, যে দিন রাত ফোঁটা তিলক কাটে,
ভণ্ড সেই, যে আজন্ম কাল চৈতন নাহি চাঁটে।
সেই মহাশয়, সংলোপনে যে মদটা আসটা টানে।'

অনেক বড় এই রচনাটির সবটা উদ্ধৃতি দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত। কারণ আরো কিছু হাস্যরসের গানের প্রসঙ্গ আনতে হবে, যেমন, দীর্ঘ আরেকটি রচনা হলো 'জাতীয় উন্নতি' যা বসন্তবাহার রাগে, জলদ একতালায় গাওয়া হয়েছিল-

হয়নি কি ধারণা, বুঝিতে পার না
ক্রমে দেশ ওঠে উচ্চে
যেহেতু, সেগুলি রুচিত না আগে

এখন সেগুলি রুচছে।
কেননা আমাদের বেড়ে মাথা সাফ
'গ্যানো' খুলে পড়ছি 'বিদ্যুৎ' আলো, তাপ

মাপছি স্কোয়ার ফুটে বায়ুরাশির চাপ
(আর) মনের অন্ধকার ঘুচছে।'
এখানেই তিনি তৎকালীন কংগ্রেস দলকে ব্যঙ্গ করেছিলেন এ-ভাবে-
'(আর) যেহেতু আমরা নেশা করি
কিন্তু প্রাইভেট ক্যারেক্টার দেখ না,
কংগ্রেসে যা বলি তাই মনে রেখো,
আর কিছু মনে রেখোনা।
বাপকে করি ঘৃণা, মাকে দেই না অন্ন
বাইরের আবরণটা রাখি পরিচ্ছন্ন
কোট-পেন্টালুনে ঢাকি কৃষ্ণবর্ণ
যেন দাঁড়কাক ময়ূর পুচ্ছে।'
রবীন্দ্রগান অনুসরণে বাউল সুরের গড় খেমটায় প্যারোডি 'সমাজ'-
তোরা ঘরের পাশে তাকা
এটা কফ ভরা রুমালের মতো
বাইরে একটু আতর মাখা।
বহুশাস্ত্র বারিধি, কালাচাঁদ বিদ্যেলিপি
নিবারণ মাইতির সঙ্গে কচ্ছেন তর্ক ফাঁকা
মাইতি বলে 'মুরলি ভাল'
শাস্ত্রী বলে 'ধর্ম ভাল'
(আবার) আঁধার হলে দু-জন মিলে
হোটেলে হলেন গা ঢাকা'।
আবার 'মোক্তার' গানটি দ্বিজেন্দ্রলালের
'আমার বিলেত ফেরতা ক-ভাই/ এর প্যারোডি।
'আমরা মোক্তার কবি ক-জন
এই, দশ কি এগারো ডজন
কিন্তু সংসার অনুপাতে আমাদের
বড্ডই কম ওজন।
পরিচাপকান তলে ধুতি
যেন যাত্রার বৃন্দে দূতী,
আমরা দৌত্য কর্মে পটু তারি মতো
জানি রসিকতা স্তুতি।

যত ভাই সাহেব মক্কেল
তাদের কত যে মাখি তেল
আর দু-আনা, চার আনা, ছয় আনায় করি
সরষে কুড়িয়ে বেল।'

কিংবা 'ডাক্তার' গানটি মিশ্র ইমনতালে রচিত, তার শেষের দিকের খানিকটা শোনানো যেতে পারে যা পড়ে মনে হবে, এখনকার ডাক্তাররাও এমন নন?

'রোগটা বুঝি না বুঝি
আগে দর্শনী ট্যাঁকে গুঁজি
দেখ stethescope আর Thermeter
আমাদের প্রধান পুঁজি,
রোগের description শুনে prescription করি
অমনি সোজাসুজি
আমরা M.B কিংবা M.D....ডাক্তার মস্তমস্ত
তোমাদের ছেলে অক্কাপেলে
আমার কি আর তাতে
কিন্তু ওষুধের bill আসবেই আসবে
প্রত্যেক সন্ধ্যায় প্রাতে।'

'কান্তকবি'র এইসব গানের কথা যাঁরা নিয়মিত তাঁর গান শোনেন তারাও বোধহয় জানেন না, আমাদের কাছে এখনও যাঁদের নাম হাসির গানের রচয়িতা হিসেবে জ্বলজ্বল করে, তাঁরা হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম বা পরবর্তী কালের শরৎচন্দ্র পন্ডিত বা দাদা ঠাকুর, কিন্তু 'কান্তকবি' রজনীকান্ত সেনও যে অজস্র হাসির গান লিখেছিলেন তা বোধহয় জানা ছিলনা। মাত্র সাত/আট বছরে তিনি অ্যাত হাসির গান লিখে সুর দিয়েছেন তা ভাবাই যায়না। তাঁর এই দিকটির কথা জানানো প্রয়োজন ছিল, নইলে সম্পূর্ণ রজনীকান্ত সেনের গানের সম্ভারের বিষয়ে আলোচনাও সম্ভব নয়।

১৩১৩ সনে বা ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুত্রাশয়ের অসুখে ভোগেন এবং তখন নিয়মিত গান গাইতেন, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহীতে তাঁর গানের শ্রোতা কম ছিল না। সেখান থেকেই তাঁর নাম দক্ষিণবঙ্গে বিশেষত কলকাতায় পৌঁছায়। তাঁর স্বদেশী গান, ভক্তিমূলক গানের প্রশংসা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো নামী গীতিকার গণ। অতুল প্রসাদ সেনও সুদূর লক্ষ্ণৌ শহর থেকে তাঁর গানকে প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর বাল্যবন্ধু তারকেশ্বর চক্রবর্তীকে তিনি গানের গুরুর মর্যাদা দিয়েছিলেন, যা এখনকার দিনে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না। যতদিন বাংলা গান থাকবে কান্ত কবির গান বাঙালিরা শুনবেন একথা বলা যায়।